যুগান্তর

তারিখ 18 FEB 2008

বিবিয়ানা মডেল কলেজ

লেখাপড়ার সুবিধা পাচ্ছে ভাটি অঞ্চলের দরিদ্র ছাত্রছাত্রী

দিরাই প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত দুর্গম ভাটি অঞ্চল দিরাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিবিয়ানা মডেল কলেজ। শিক্ষা বিস্তারে পশ্চাৎপদ দিরাই উপজেলার বঞ্চিত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে এ প্রতিষ্ঠানটি। কুলঞ্জ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান দুদু মিয়া ও পবিত্র মোহন দাশের নিরলস প্রচেষ্টা, শিক্ষকদের টিম ওয়ার্ক, আন্তরিকতা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বিবিয়ানা মডেল কলেজ এ অঞ্চলে আশার আলো জাগিয়েছে। কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী বোয়ালিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় ২০০৩ সালে ১৪ একর জমির উপর স্থাপিত হয়েছে বিবিয়ানা মডেল কলেজ। সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার সংযোগস্থলে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভাটি অঞ্চলের প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকার প্রায় অর্ধশত গ্রামের ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছে এ কলেজটি। দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেও ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে শতভাগ ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন বিবিয়ানা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় ৮৭ ভাগ পাস করে সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে বিবিয়ানা মডেল কলেজ। বর্তমানে প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬০ জন। এর মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। কলেজের পড়ুয়া একাধিক মেয়ে জানায়, বিবিয়ানা মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলে এসএসসি পাসের পর তাদের আর লেখাপড়ার সুযোগ হতো না। বিশেষ করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভে এ কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। মার্কুলী গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র রুপন কর জানায়, এ কলেজ না থাকলে আমাকে হবিগঞ্জ বা সিলেটে ভর্তি হতে হতো। অর্থের যোগান দিতে হিমশিম খেতে হতো পরিবারের লোকজনকে। এমনি অর্থের অভাবে এ এলাকার ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। একটি টিনশেড ঘরে ৮৩ জন ছাত্রছাত্রী ও ১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে ২০০৪ সালে এ একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হলেও এমপিওভুক্তের জন্য আবেদন করা হয়নি। তবে এর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ। বর্তমানে ৭টি শ্রেণীকক্ষ, ১টি কমনরুম ও ১টি প্রশাসনিক ভবন রয়েছে।